43

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 09 JUL 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ক্যাম্পাসে ইনকিলাব পাঠক সংসদের ব্যানারে মিছিলের চেষ্টা ॥ ছাত্রদল ছাত্রলীগ সংঘর্ষ, আহত ১৫

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্ররা মঙ্গলবার 'দৈনিক ইনকিলাব পাঠক সংসদ'-এর ব্যানারে কতিপয় ছাত্রের একটি মিছিল পণ্ড করে দেয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (শা-পা) কর্মীদের মধ্যে এক সংঘর্ষে ১৫ ছাত্র আহত হয়েছে। ছাত্রদল কর্মীরা ভাংচুর করেছে কলাভবনে দু'টি বিভাগের কার্যালয়, তিনটি গাড়ি ও মধুর ক্যান্টিনের আসবাবপত্র। এ সময় তারা ককটেল ফাটিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

'দৈনিক ইনকিলাব পাঠক সংসদ'-এর পক্ষে ছাত্রদল কর্মীরা সরাসরি মাঠে নামলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সচেতন ছাত্রদের ধাওয়া খেয়ে ইনকিলাব পাঠক সংসদের কতিপয় ছাত্র যখন ক্যাম্পাস ছেড়ে পালাচ্ছিল তখনই মধুর ক্যান্টিন থেকে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা সরাসরি তাদের পক্ষে অবস্থান নেয়। অন্যদিকে ছাত্রলীগ ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য সচেতন ছাত্রদের পক্ষে প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করে। ছাত্রদলের প্রত্যক্ষ সমর্থন পেয়ে ইনকিলাব পাঠক সংসদের কতিপয় ছাত্র মারমুখী হয়ে উঠলে সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল বলে সাধারণ

(১৫ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

ক্যাম্পাসে ইনকিলাব *(প্রথম পাতার পর)*

ছাত্ররা অভিযোগ করেছে। ক্যাম্পাসে বর্তমানে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে ক্যাম্পাসে আবারও সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক সভায় দৈনিক ইনকিলাবে বিজ্ঞাপন না দেয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে 'ইনকিলাব পাঠক ফোরাম'-এর ব্যানারে দুপুর বারোটায় কলাভবন চত্বরে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলকারীরা ছিল মূলত ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির কর্মী। ডাকসু ক্যাফেটরিয়ার সামনে মিছিলটি আসামাত্র মধুর ক্যান্টিন থেকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সাধারণ ছাত্ররা হৈচৈ করে ওঠে। কিছু ছাত্র মিছিলটি ধাওয়া করে। এ সময় মধুর ক্যান্টিনে অবস্থানরত ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা ইনকিলাব পাঠক সংসদের মিছিলে যোগ দেয়। এর প্রতিবাদে ছাত্রলীগ নেতারা সংগঠনের কর্মী সাধারণ ছাত্রদের সাথে নিয়ে মিছিল বের করে। অপরাজেয় বাংলার সামনে মিছিল দু'টি মারমুখী হয়। প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, ইনকিলাব পাঠক ফোরামের মিছিল থেকে ছাত্রদল কর্মীরা ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় দু'পক্ষই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় হাতাহাতি ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ। ঘটনাস্থলে আহত হয় উভয়পক্ষের ১৫ ছাত্র। ছাত্রদল কর্মীরা পিছু হটে কলাভবনে ঢুকে পড়ে। তারা ভাংচুর করে ইতিহাস বিভাগ এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের কার্যালয়। কলাভবন থেকে বেরিয়ে যাবার পথে তারা তিনটি গাড়ির ক্ষতিসাধন করে।

এদিকে ছাত্রলীগ কর্মীরা কলাভবনের মূল গেটে সমাবেশ করে। সমাবেশ চলাকালে ছাত্রদল কর্মীরা লেকচার থিয়েটার এলাকায় ৭/৮টি ককটেল চার্জ করে। কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ইনকিলাবের পক্ষে মিছিল বের করার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে সমাবেশ করে। ছাত্রলীগ ও ছাত্রঐক্য ক্যাম্পাস ছেড়ে যাবার পর ছাত্রদল কর্মীরা আবারও মধুর ক্যান্টিনে এসে ভাংচুর করে চলে যায়।

বিভিন্ন সংগঠন দৈনিক ইনকিলাব পাঠক সংসদের ব্যানারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের নিন্দা জানিয়েছে। ছাত্রলীগ আয়োজিত সমাবেশে মৌলবাদীদের মুখপত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ইনকিলাব বর্জনের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, এ পবিত্র ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবির ও তাদের আশ্রয়দাতাদের ঠাঁই হবে না।

কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা তথাকথিত ইনকিলাব পাঠক ফোরাম-এর মিছিল প্রতিহত করার জন্য সাধারণ ছাত্রদের অভিনন্দন জানান। তাঁরা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ইনকিলাবে বিজ্ঞাপন না দেবার জন্য যেমন সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তেমনি সম্মিলিতভাবে ইনকিলাবের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করা হবে।

বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী কেন্দ্রীয় কমিটি নেতৃবৃন্দ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংসকারী ইনকিলাব-সংগ্রাম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছাত্র-শ্রমিক-জনতাকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান।

শিক্ষক সমিতির বিবৃতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে। এক বিবৃতিতে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক হোসেন মনসুর এ দাবি জানান। তাঁরা বলেন, একটি ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসীরা ইতিহাস বিভাগের দরজা-জানালা ও গাড়ি ভাংচুর করেছে। এ সব সন্ত্রাসীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার জন্য তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানান।